দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 29-OCT-2002
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

এইচএসসির পর উচ্চশিক্ষা ।। আইবিএ

এইচএসসিপরবর্তী উচ্চশিক্ষার বহুমুখী প্রসারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত হয়েছে বেশ কিছু ইনস্টিটিউট। ব্যবসায় প্রশাসনে উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতা এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় 'ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট' (আইবিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখানে এমবিএ, এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু ছিল। ১৯৯৩ সাল থেকে চালু করা হয় বিবিএ প্রোগ্রাম। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশের শীর্ষস্থানীয় মেধাবী শিক্ষার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রথম টার্গেটে রাখে। সীমিতসংখ্যক আসন আর ভিন্নধর্মী ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে এখানে তুলনামূলকভাবে মেধাবী শিক্ষার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ইতোমধ্যে আইবিএ-তে বিবিএ প্রোগ্রামের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর অল্প কিছুদিন পরেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নিয়মানুযায়ী ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তি পরীক্ষাসহ বিস্তারিত আলোচনা থাকছে আজকের ক্যাম্পাসের মূল আয়োজনে।

ভর্তির যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরাই এখানে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে ভর্তি পরীক্ষার ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার যে কোন একটিতে প্রথম বিভাগসহ কমপক্ষে ৫ পয়েন্টের অধিকারী হতে হবে। উল্লেখ্য, প্রথম বিভাগকে ৩ পয়েন্ট এবং দ্বিতীয় বিভাগকে ২ পয়েন্ট হিসাবে ধরা হয়। তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে না। জিসিই 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পাসকৃত ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রাপ্ত গ্রেড অনুযায়ী 'ও' লেভেলে কমপক্ষে পাঁচটি এবং 'এ' লেভেলে কমপক্ষে দুইটি বিষয়ে পাস, যাদের দু'টি পরীক্ষায় গড় পয়েন্ট ৫ তারাও আবেদন করতে পারবে।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি : আইবিএ-তে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সাধারণত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়। এখানে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং ইংরেজী মাধ্যমে। এখানে ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৩টি সেকশন থাকে :

(i) Mathematics (ii) English language and community & (iii) Analytical ability. ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে–তার মধ্যে লিখিত এবং MCQ উভয় ধরনের প্রশ্নই থাকবে। তাছাড়া একাডেমিক পারফরম্যান্সে ১৫ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষায় ১৫ নম্বর থাকবে। লিখিত পরীক্ষায় সময় থাকবে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট। ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে প্রতিটি সেকশনে আলাদাভাবে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য নম্বর পেতে হবে। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভর্তির লিখিত পরীক্ষা, একাডেমিক রেকর্ড এবং মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

উল্লেখ্য, যে সকল প্রার্থী 'SAT'-এ কমপক্ষে ১২০০ নম্বরের স্কোর করবে তাদের ভর্তির লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে না। তারা সরাসরি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন : আইবিএ-র ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য TOEFL. SAT. GMAT. IELTS. GRE প্রভৃতি কোর্সের জন্য বাজারে প্রচলিত নির্ভরযোগ্য বই পড়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। এছাড়া American. British Standard ইংরেজী শব্দভাণ্ডার (vocabulary) সমৃদ্ধ করতে হবে। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে প্রচুর বিদেশী বই রয়েছে। সেখান থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাছাড়া বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেখে সেই অনুযায়ী নিজের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। SAT-১-এর প্রশ্ন, TOEFL-এর প্রশ্নগুলোও সমাধান করে প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে হবে।

–আব্দুস ছালাম